

গুরুশক্তিই ব্রহ্মশক্তি

গুরুশক্তিই ব্রহ্মশক্তি "

- ১) গুরুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করলে সর্বদবেতা তুষ্ট হন ।
- ২) গুরুর আশ্রয় লইয়া সকল আশ্রয় প্রাপ্ত হয় ।
- ৩) গুরুর কোনো কার্যই সমালোচনা কখনো করিতে নাই - তাতে গুরু নিন্দা দোষ উৎপন্ন হয় ।
- ৪) গুরুকে সাধারণ মানুষ জ্ঞান কখনো কোনো কারণেই করিতে নাই -ঈশ্বর কৃপা করে গুরু রূপে পথ দেখেছেন এই জ্ঞানকেই স্থতীকরতে হয় ।
- ৫) গুরুর আদেশই একমাত্র আদেশ যা নরীর্বাচারে -বনিতর্কে পালন শষিযরে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ।
- ৬) গুরুকে বা গুরুর সর্বদর্শতি ও অন্তরযামতিম শক্তি সমন্ধে কখনো কোনো ভাবেই সন্দহে বা সংশয় করা অনুচতি - কারণ গুরুকে সংশয়কারী ব্যক্তি অধঃপাতে যায় ।
- ৭) গুরু বাড়ি বা বাসস্থানকে বা স্থল বাসভূমিকে - তীর্থ বা মন্দির জ্ঞান করিতে হয় ।
- ৮) গুরু-কৃপায় পরম মুক্তির পথ লাভ হয় ।
- ৯) গুরুর কৃপার সমান কৃপা ও গুরুর নষিকাম প্রমে এর সমান প্রমে জগতে আর কেহ করতে পারেন না -আর কারো পক্ষেই করা সম্ভবই হয় না ।
- ১০) গুরুর উপর পূর্ণ রূপে সমর্পতি ও আশ্রতি ব্যক্তিকে পাপ কখনো স্পর্শ করিতে পারে না ।
- ১১) গুরু আধার অনুযায়ী বীজ ও যোগ দীক্ষা দনে যা কারো সঙ্গে তুলনা করা অনুচতি ।
- ১২) গুরুর দেওয়া যোগদীক্ষা কখনো নষিফল হয় না ।
- ১৩) গুরুসবো প্রত্যকে শষিযরে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ।
- ১৪) গুরুর পূজা করা একমাত্র শষিয এর সর্বপ্রথম অধিকার ।
- ১৫) গুরু পূজায় শুচি-অশুচি নাই ।
- ১৬) গুরুর কৃপা শক্তি শষিযকে সর্বদা সুরক্ষতি রাখে ।
- ১৭) গুরুকে কখনো জগিযসে করতে নাই - য়ে ককিরে গুরু সবো করতে হয় বা ককি কিজ করে গুরু সবো করবো বা আপনার ককি দরকার বলুন আমকিরে দেবে --এটা করলে শষিযরে শালীনতা , বনিয় , ববিকে ও শষিটাচার নষ্ট হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অধঃপাতে যায় ।
- ১৮) য়ে শষিয গুরুর চরণে সম্পূর্ণ সমর্পন করে সে গুরুর অন্তরে সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় , যার ফলে সে সংশষিয-উৎকর্ষশক্তি লাভ করে , তার ফলে সেই শষিযকে আর কখনোই গুরুকে জগিযসে করার দরকার পড়ে না য়ে সে কভাবে গুরু সবো করবে বা ককি কিজকে গুরু সবো হয় বা গুরুর কখন কি প্রয়োজন বা কোন প্রকৃত কাজে গুরু প্রসন্ন হন এবং সে সেই সেই কাজ সংশষিয-উৎকর্ষশক্তির প্রভাবে জেনে প্রতটিকিজ করে গুরু সবো করে মহান যোগ্যতা সম্পন্ন সংশষিযে পরণিত হয়-তখন সে আর সাধারণ শষিয থাকে না- সে তখন গুরুর পরম আন্তরিক প্রয়ি শষিযে পরণিত হয় এবং শেষে এ মৃত্যু এর পর গুরু য়ে লোকে যান সে লোকে তার গতি হয় । এই রকম

সম্পূর্ণ সমর্পনকারী শিষ্য অতি দুর্লভ।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক এর ঐশ্বরিক নিয়ম ও বধিান এবং ব্যবহার শিক্ষার দ্বারা বোঝা
দরকার। এটা আমরা বৈদিক অনুশাসনের মাধ্যমে শিখি। এটা খুবই সহজ, কিন্তু খুবই
গুরুত্বপূর্ণ: যবে আপনাকে প্রথমে ঐশ্বরিক নিদিষ্ট সংগুরুকে খুঁজে বের করতে হবে;
তারপর আপনার প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথের উন্নতি শুরু হবে। আমি শুধুমাত্র একটি
শাস্ত্রীয় সত্য বিবৃত করছি: আপনি যদি ঈশ্বর বা মুক্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ
করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একজনকে প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পন ভাবনায়
অনুগত থাকতে হবে যাকে ঈশ্বর আপনাকে মুক্তি বা আত্মজ্ঞান এর লাভের সাহায্য
এর জন্য পাঠিয়েছেন।

